হয়্যার ইজ দ্য ফ্রেন্ড'স হাউস

আব্বাস কিয়ারোস্তামি

মূল ফারসি থেকে অনুবাদ
মুমিত আল রশিদ

ঐতিহ্য

অনুবাদকের কথা

আব্বাস কিয়ারোস্তামি–আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র অঙ্গনের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নামগুলোর একটি। শিশু-কিশোরদের নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে ইরানি চলচ্চিত্র আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। একাধারে একজন বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক, কবি, চিত্রনাট্যকার, চিত্রগ্রাহক ও আলোকচিত্রশিল্পী। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুন তেহরানে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বিপ্লব-পূর্ববর্তী সময়ে কাজ শুরু করেছিলেন এবং দুটো অসাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রথম বছরে নতুন যুগে নির্মিত দুটি সিনেমা হচ্ছে *হামছারা ইয়ান* (The Chorus, ১৯৮২ খ্রি.) ও *আভভালি হা* (First Graders, ১৯৮৪ খ্রি.)। আশির দশকের শেষভাগে নির্মাণ করেন বিশ্ববিখ্যাত অমর চলচ্চিত্র *খনে দুস্ত কোজাস্ত* (Where Is the Friend's House? ১৯৮৭ খ্রি.)। এর মাধ্যমে শুধু নিজেরই নন, বিশ্ব দরবারে ইরানি চলচ্চিত্রেরও কদর বাড়িয়ে দেন বহুগুণে। সিনেমাটি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দারুণ সাড়া ফেলে। বিশ্বের তরুণ পরিচালকদের মধ্যে তুমুল আশা-আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে এটি। ইরানের সিনেমার পথচলাও শুরু হয় নতুনভাবে।

আব্বাস কিয়ারোস্তামি আবারো তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন *ক্লোজ আপ*, *নামায়ে নাযদিক* (Close-Up, ১৯৯০ খ্রি.) ও *মাশক্বে শাব* (Homework, ১৯৮৯ খ্রি.) সিনেমা দিয়ে। এ দুটো চলচ্চিত্র প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের আঙিনায়ও তাঁর অনন্য দক্ষতার

প্রমাণ বহন করে। চলচ্চিত্র দুটোর বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে আমরা দেখব, এতে ফারসি সাহিত্যের অনন্য বৈশিষ্ট্যের একটি দিক 'রেভায়াত পারদাযি'র সফল প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। 'রেভায়াত পারদাযি' বলতে বোঝায় মূলত গল্পের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ছকে কথা বলা, লেখা, গান, সিনেমা, টেলিভিশনের কোনো কাজ, কম্পিউটার গেম, আলোকচিত্র, থিয়েটার বা কোনো সিকোয়েন্সে সংঘটিত গল্প অথবা অনাগত ভবিষ্যতের কাল্পনিক কোনো গল্প যা এখনো সংঘটিত হয়নি, এ রকম কিছু। আব্বাস কিয়ারোস্তামি উপর্যুক্ত দুটি চলচ্চিত্রের মধ্যে রেভায়াত পারদাযির অত্যন্ত সফল চিত্রায়ণ করেছেন। তাঁর *ক্লোজ আপ* চলচ্চিত্র বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সিনেমা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপরিহার্য একটি বিষয় হিসেবেও স্থান করে নিয়েছে এটি। সিনেমার কাহিনিতে দেখা যায়, ওই সময়ের সাড়াজাগানো ইরানি চলচ্চিত্রকার মহসিন মখমলবাফের চেহারার সঙ্গে মিলের কারণে হুসাইন সাবযিয়ান নামক একজন ব্যক্তি নিজেকে মহসিন মখমলবাফ পরিচয় দিয়ে অহানখহ পরিবারের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। সে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা বলে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। পরিবারটি সিনেমা তৈরির জন্য শুটিং অনুশীলনও শুরু করে। পরিবারের অভিভাবক পিতা মখমলবাফরূপী সাবযিয়ানের আচার-আচরণে কিছুটা অসংলগ্নতা লক্ষ করেন। ফলে বেশ সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে পড়ে যান। অতঃপর ছোরুর পত্রিকার সাংবাদিকের সহায়তায় মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন। শেষ পর্যন্ত লোকটিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। আদালতে স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর অহানখাহ পরিবারের সম্মতিতে লোকটিকে আদালত মুক্তি দেয়। মুক্তির দিন মহসিন মখমলবাফ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অবশেষে দুজন মিলে অহানখাহ পরিবারের নিকট সমবেদনা ও ক্ষমা চাইতে যান।

এখানেই গল্পের সমাপ্তি ঘটে। চলচ্চিত্রটির প্রতিটি সিকোয়েন্সে কিয়ারোস্তামি অভূতপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখাতে সক্ষম হন।

এই চলচ্চিত্র ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রামাণ্য চলচ্চিত্রকার, লেখক ও কবি ক্রিস মার্কার ও স্পেনের চলচ্চিত্রকার লুইস বেন্যুয়েল এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য চলচ্চিত্রকারের নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রের মতো দর্শকের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় যে, চলচ্চিত্রটির হাকিকত বা নিগূঢ় সত্য কী? বা বস্তুনিষ্ঠ বিষয় কী? অবশ্য সব বাস্তবতা, যুক্তি-দলিল, আধুনিকতার বিবেচনা আমাদের শেষ পর্যন্ত এই ফলাফলে পৌঁছতে সাহায্য করে যে, বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসের কোন দিকটি ভয়ংকর? বিশ্বাস কি প্রশান্তি দেয়? কোনো মুক্তি বা উপহারের বার্তা দেয়?

চলচ্চিত্রটি কোনোরূপ ভূমিকা ছাড়া, কোনোরূপ ঘোষণা ছাড়া ১৫ মিনিটের একটি সিকোয়েন্স দিয়ে শুরু হয়। যেখানে দেখা যায়, একজন সাংবাদিক দুজন পুলিশ নিয়ে তেহরানের একটি আবাসিক এলাকায় গমন করেন প্রতারক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে। এখানেই গল্পের সিকোয়েন্স উপলব্ধি করা যায়। ছাহনে পারদাযি অর্থাৎ গল্পের নায়ক নিজেই ওই চরিত্রে অভিনয় করেন। এ চলচ্চিত্রে গল্পের নায়কের সময়মতো উপস্থিতি ও ক্যামেরার সামনে তার সপ্রতিভ উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়। কিন্তু যখন গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে, তখন বোঝা যায়, কিয়ারোস্তামি আমাদের সামনে একটি সিনেমার চিত্রনাট্য উপস্থাপন করছেন, যেখানে প্রত্যেকটি ঘটনা পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। চলচ্চিত্রটিতে আরো চারবার গল্পের মূল নায়কের উপস্থিতি দেখা যায়, যা সরাসরি ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে আব্বাস কিয়ারোস্তামি তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র হয়্যার ইজ দ্য ফ্রেন্ড'স হাউস চলচ্চিত্রের ধারাবাহিকতায় প্রায় কাছাকাছি গল্পে নির্মাণ করেন *মাশক্বে শাব*।

আভভালি হা (First Graders, ১৯৮৪ খ্রি.) ও *খনে দুস্ত কোজাস্ত?* (Where Is the Friend's House? ১৯৮৭ খ্রি.) চলচ্চিত্র দুটি নির্মাণের মাধ্যমে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণে নতুন দিগন্তের সূচনা করেন কিয়ারোস্তামি। বিশেষ করে, খনে দুস্ত কোজাস্ত নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে প্রচুর প্রশংসা ও পুরস্কার অর্জন করেন। তাঁর এ চলচ্চিত্রটি সিনেমা জগতে নতুন একটি ঢেউয়ের সূচনা করে। অনেকেই এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসেন। পৃথিবীর যেকোনো দেশে ইরানি চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা-সমালোচনায়, পাঠ্যসূচিতে, উৎসবে-প্রদর্শনীতে বা সিনেমা-সংশ্লিষ্ট অন্য যেকোনো আলোচনায় অবধারিতভাবেই *হয়্যার ইজ দ্য ফ্রেন্ড'স হাউস* সিনেমাটির প্রসঙ্গ উঠে আসবে। গ্রামীণ প্রেক্ষাপট, গ্রামের সহজ-সরল শিশুদের চিন্তার সুপ্ত বিকাশমান ধারা, একে-অপরের প্রতি ভালোবাসার টান, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, কষ্টসহিষ্ণু জীবনধারা, নির্লোভ জীবনের সবুজ শ্যামল প্রকৃতি দেশকাল ভেদ করে চলচ্চিত্রটির প্রতি দর্শকদের খুব সহজে আকৃষ্ট করবে। উল্লেখ্য, এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের নজির যদিও পূর্বে ছিল না, কিন্তু *ইয়েক ইত্তেফাকে ছদেহ* (A Simple Event, ১৯৭৪ খ্রি.) চলচ্চিত্রে ছোট্ট শিশুটির কাস্পিয়ান সাগর-তীরবর্তী এলাকা থেকে মাছের বস্তা নিয়ে দৌড়ানোর দৃশ্য দেখে, স্কুলের কাজ দেখে, মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ দেখে অনেকেই হয়তো আব্বাস কিয়ারোস্তামির হয়্যার ইজ দ্য ফ্রেন্ড'স হাউস-এর নায়ক আহমাদের সহপাঠী বন্ধু নেয়ামতযাদেহর কর্তব্যবোধের কারণে বারবার পাহাড়ের একপাশের গ্রাম থেকে অন্যপাশের গ্রামে দৌড়ে ছুটে যাওয়ার কথা স্মরণ করতে পারেন।

হয়্যার ইজ দ্য ফ্রেন্ড'স হাউস চলচ্চিত্রটি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থী আহমাদ (ববাক আহমাদপুর) ও মোহাম্মাদ রেজা

নেয়ামতযাদেহর (আহমাদ আহমাদপুর) দুর্দান্ত কাহিনি দিয়ে সাজানো। স্কুলে শিক্ষকের দেওয়া বাড়ির কাজগুলো (হোমওয়ার্ক) ঠিকমতো করতে না পারায় ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছিল আহমাদকে। কিন্তু আহমাদ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভুলবশত তার সহপাঠী নেয়ামতযাদেহর বাড়ির কাজের খাতাটি নিজের সঙ্গে বাড়িতে নিয়ে যায়। সহপাঠীকে তার স্কুল শিক্ষক হুমকি দিয়েছিল যে, পরবর্তী ক্লাসে বাড়ির কাজ নিয়ে না এলে তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে। আহমাদ যে গ্রামে বাস করত, তার বন্ধুর গ্রাম ছিল সেখান থেকে দূরে। পাহাড়ের ওপারে ভিন্ন আরেকটি গ্রামে। আহমাদ যখন বাড়ি ফিরে স্কুলের শিক্ষকের দেওয়া হোমওয়ার্ক করার জন্য খাতা বের করে, তখন তার বইপুস্তকের মধ্যে সহপাঠী নেয়ামতযাদেহর হোমওয়ার্কের খাতা দেখে অনুশোচনায় ভুগতে থাকে। তার ছোট্ট বিবেকে হাজারও চিন্তা ভর করে। সে যেকোনো মূল্যে পরের দিন ভোর হওয়ার পূর্বেই নেয়ামত যাদেহকে ক্লাসের খাতাটি ফেরত দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। আহমাদ তার মা-বাবাকে হরেকরকম বাহানায় বুঝিয়ে সহপাঠীর গ্রামে যেতে চায়। অবশেষে সে পাহাড়ের ওপারে অবস্থিত গ্রামে ছুটে যায়। কিন্তু কোনোভাবেই বন্ধুর বাড়ি খুঁজে পেতে সক্ষম হয় না। আহমদের শিশুমনে অনেক রকম দুশ্চিন্তা ডানা মেলে। স্কুলের শিক্ষকের সেই হুমকির কথা মনে পড়ে যায়। শিক্ষক বলেছেন, যদি তার বন্ধু নেয়ামতযাদেহ আগামীকাল স্কুলের হোমওয়ার্ক নিয়ে না যায়, তবে তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে। অসাধারণ চিত্রকল্পের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি *হয়্যার ইজ দ্য ফ্রেন্ড'স হাউস* সিনেমার ছোট্ট বালক আহমাদ কিন্তু শত চেষ্টা করেও তার বন্ধুর বাড়ি খুঁজে পায় না। অতঃপর সে নিজেই তার সহপাঠী বন্ধুর হোমওয়ার্ক লিখে ফেলে।

চলচ্চিত্রটি ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত ফজর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ৫ম আসরে বিশেষ ক্যাটাগরিতে চলচ্চিত্র সমালোচকদের ভোটে স্বর্ণপদক লাভ করে। এছাড়া আব্বাস কিয়ারোস্তামি শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। চিত্রনাট্যটি চিত্রনাট্য ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে। সুইজারল্যান্ডের লোকার্নোতে অনুষ্ঠিত ৪২তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রৌপ্য চিতা অর্জন করে। ১৯৮৯ সালে ফ্রান্সের ২য় কান চলচ্চিত্র উৎসবে শিল্প ও অভিজ্ঞতা বিভাগে পুরস্কার অর্জন করে। ১৯৯০ সালে বেলজিয়াম আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে কিং প্যালেস ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পায়। ১৯৯২ সালে হল্যান্ডের আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত ৫ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন উৎসবের সিনে কিড বিভাগে পুরস্কার অর্জন করে। ১৯৯৪ সালে ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শক-বিচারে সেরা চলচ্চিত্রের সম্মান লাভ করে।

হয়্যার ইজ দ্য ফ্রেন্ড'স হাউস চলচ্চিত্রের নামটি ইরানের সমকালীন কবি সোহরাব সেপেহরির (জন্ম ১৯২৮ খ্রি.- মৃত্যু ১৯৮০ খ্রি.) বিখ্যাত কবিতা 'খা'নে দুস্ত কোজা'স্ত?' থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি নির্মাণের পর লেখক বেহরুয তাজুর দাবি করেন যে, সিনেমার গল্পটি তাঁর ছোটগল্প 'চেরা খানম মোআল্লেম গেরিয়ে কার্দ?' (নারী শিক্ষক কেন কান্না করেছেন?) থেকে নেওয়া হয়েছে এবং কিয়ারোস্তামি তাঁর অনুমতি ব্যতীত গল্পটি নিয়ে সিনেমা নির্মাণ করেছেন। কিন্তু আব্বাস কিয়ারোস্তামি প্রদর্শনীর সময় সিনেমার গল্পটি বেহরুযের গল্প থেকে নেওয়া হয়নি বলে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন এবং তিনি এ ভিত্তিহীন দাবি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন।

সিনেমার পটভূমি, লোকেশন, কলাকুশলী নির্বাচন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আব্বাস কিয়ারোস্তামিকে যিনি সার্বক্ষণিক সঙ্গ

দিয়েছেন, সেই কিউমারছ পুর আহমাদি চমকপ্রদ কিছু তথ্য দিয়েছেন। কিউমারছ পুর আহমাদি পরবর্তীকালে সিনেমা ও টেলিভিশন মাধ্যমে ইরানিদের মাঝে মাজিদ নামের নস্টালজিক চরিত্রের রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি *হয়্যার ইজ দ্য ফ্রেন্ড'স হাউস* চলচ্চিত্রের বিহাইন্ড দ্য সিনের বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছিলেন, যা কানুনে পারভারেশে ফেকরি কুদাকন ভা নোওজাভানন সংস্থা থেকে *খনে দুস্ত কোজাস্ত* নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। তিনি সিনেমাটির কলাকুশলী নির্বাচন নিয়ে দারুণ মজার মজার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন–

> ১৯৮৫ সালের পুরোটা সময় এবং ১৯৮৬ সালের প্রথম ভাগে কিয়ারোস্তামির সঙ্গে ইবরাহিম ফরুযেশ, নাসের যেরাআতি ও কাম্বুযিয়া পারতুয়ি সিনেমা শুরুর প্রাথমিক লোকেশন দেখার জন্য উত্তরের কাস্পিয়ান সাগর-তীরবর্তী এলাকায় গমন করেন। ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কিয়ারোস্তামি, যেরাআতি ও আমি (পুর আহমাদ) শেষবারের মতো গিলান প্রদেশের রুদবারের রুস্তমাবাদ ও মসুলেহ এলাকা ভ্রমণ করি। এ সফরে কিয়ারোস্তামি গত এক বছরে যা কিছু দেখেছিলেন বা নির্বাচন করেছিলেন, সবকিছু আবারো নতুন করে সাজালেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত সিনেমাটির প্রধান দুই শিশু-চরিত্র আহমাদ ও মোহাম্মাদ রেযা নেয়ামতযাদেহর জন্য উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না। অতঃপর ববাক আহমাদপুরকে সাময়িকভাবে প্রধান চরিত্রের আহমাদ নামে নির্বাচন করা হলো। বিচার-বিশ্লেষণ শেষ করে তেহরান ফিরে এলাম এবং কিছুদিন পর শুটিং ইউনিটসহ রুস্তমাবাদে গেলাম। হেমন্তের শুরুতে ইরানের স্কুলগুলো খুলে দেওয়া হয়। ফলে সেখানেও খোলা ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের